কাফির ও কুফর

শাঈখুল হাদীস মুফতি জসিমুদ্দীন রাহমানী
অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ
শাঈখ আব্দুল্লাহ মিজান

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফির কেউ মুমিন। (সুরা আত্ তাগাবুন: ২)

কুফর অর্থ কোন কিছুকে গোপন করা। ‘কুফর’ হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে মূর্খ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে? শরীয়তের ভাষায় কুফর বলতে যা বুঝায় তা এখানে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সাঃ) যে শরীয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ, যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় (অবশ্যই পালনীয় এবং পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই এবং পালন না করলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে) হুকুম রূপে,মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে এবং যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফিরে পরিণত তবে। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সাঃ) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির। আবার ইসলামকে মানে এবং ইসলামের বিরোধী হুকুম গুলোকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক কাফির।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সকল নবীর উম্মতকে এবং আমাদেরকে ইসলাম নামক দ্বীন দিয়েছেন; এই ইসলাম দ্বীনের জন্য রাসূলদের মাধ্যমে জীবন পদ্ধতি বা শরীয়ত নাযিল করেছেন। একটি শরীয়ত নাযিল করার পর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অমান্য করা শুরু না করেছে এবং বিকৃত না করে ফেলেছে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আরেকটি শরীয়ত নাযিল করেননি। ঠিক এইভাবে ইহুদী বা খৃস্টানগণ যথাক্রমে মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) এর উপর প্রেরিত তাওরাত ও ইনজিল কিতাবকে অমান্য করে বিকৃত করতে শুরু করার পর শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে রাসূল হিসেবে আসমানী কিতাব ‘আল কুরআন’ এবং সুনির্দিষ্ট শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করেছেনে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ বলেনঃ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“এবং এই কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেই নাই।” (সুরা আন’আম: ৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।” (সুরা নাহল: ৮৯)

রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাতে মানব জীবনের সকল অধ্যায়ের সুস্পষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে শারীরিকভাকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে (সালাত, সাওম, হাজ্জ্ব ইত্যাদি), কিভাবে ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বা হুকুমের অনুসরণ করতে হবে তা হুকুম আকারে রাসূল (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত শরীয়তের মাধ্যামে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবনসা-বাণিজ্য (সুদবিহীন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা-ইসলামী অর্থনীতি) কিভাবে করতে হবে; সমাজে বসবাসের জন্য- বিয়ে কিভাবে করতে হবে, সম্পত্তি কিভাবে বন্টন হবে, পিতা-মাতার হক, মুসলিম প্রতিবেশী এবং দরিদ্রের হক, সন্তানদের হক কিভাবে রক্ষা করতে হবে (ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা)।
কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা কিভাবে অর্জন করতে হবে, (ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা)। আল্লাহর দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত, সে সকল অপরাধের জন্য কিভাবো শাস্তি দিতে হবে (ইসলামী হুদুদ বা শাস্তি ব্যবস্থা)।
মানুষের পারস্পরিক বিষয়াদি সংক্রান্ত যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদের বিচারের ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে কিভাবে করতে হবে (ইসলামী বিচার ব্যবস্থা)।
ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন হবে এবং কিভাবে ইসলামী সংবিধান যার মূল তাওহীদের ঘোষণা “আল্লাহর সার্বভৌমত্ব” দ্বারা দেশ, জনপদ এবং প্রশাসন পরিচালিত হবে (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)।
এবং ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও কিভাবে সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমরা এক খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত ভাবে থাকবে (অর্থাৎ ছোট ছোট দল বানিয়ে বিভক্ত হয়ে যেন না যায়) ইসলামী রাষ্ট্র কায়িমের কিভাবে চেষ্টা করবে, কিভাবে দারুল কুফরের (শুধুমাত্র আল্লাহর আইন দ্বারা যেখানে দেশ পরিচালিত হয় না অর্থাৎ যেদেশে মানব রচিত আইনের সংবিধান দ্বারা সংসদ ও দেশ চলে) থেকে দারুল ইসলামের (শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহর আইন দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়) দিকে হিজরত করতে হবে, এক খলিফা বা আমিরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে কিভাবে জিহাদ করতে হবে। অমুসলিম জনগণ এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিদের আচরণ কিভাবে করতে হবে (ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি)।
আল্লাহ তাআলা যে সকল খাদ্য এবং কাজকে হারাম করেছেন যেমন-শুকরের মাংস, মদ, আল্লাহর নামে যবেহ না দেয়া পশুর মাংস ইত্যাদি। অনুরূপ- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি বিষয়াদি থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতে হবে। কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নিষিদ্ধ। যেমন-কবীরা গুনাহ সমূহ, কোন্ কোন্ কাজ একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং ইসলামে প্রবেশের শর্তসমূহ কি এবং ইসলাম গ্রহনের পর ফরয, ওয়াজিব দায়িত্ব সমূহ কি কি এবং কোন্ কোন্ কাজ মানদুব ও মুবাহ তা কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)এর দ্বারা মুসলিমদের জন্য যে শরীয়ত নাযিল করেছেন অর্থাৎ জীবন-যাপন পদ্ধতি দিয়েছেন তাতে হুকুম আকারে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এখন যে সকল ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) আনীত ও প্রদর্শিত শরীয়তের সম্পূর্ণটা বা যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করবে সে কাফির ।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন । এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না । অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন । (সুরা মুহাম্মাদঃ ৮-৯)

আবার অনেক সময় মানুষ রাসূল (সাঃ) এর শরীয়ত মানে এবং মানব রচিত আইন-কানুনও মানে সে শিরককারী মুশরিক কাফির । তার প্রমাণ নিম্মলিখিত আয়াতঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا() إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا

“যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে । এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন । যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয় ।” (সুরা আন্ নিসাঃ ১১৫-১১৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার রূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করা এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক । এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা । এ বিষয়ের ওপর এদিক দিয়ে আলোচনা হতে পারে যে এটা আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কি না? যদি আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হিকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া বা অন্য কারো অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক । আল্লাহ শিরককারীকে কখনই ক্ষমা করবেন না ।

কয়েক প্রকার কাফিরের উদাহরণ

প্রথম প্রকার কাফিরঃ

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে অস্বীকারকারী ব্যক্তিঃ যে ব্যক্তি নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকেই যে অস্বীকার করে কিংবা সন্দেহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির । এ ধরনের মানুষ নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে । এ ধরনের লোক হচ্ছে কাফির । ‘কুফর’ শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা । এ ধরনের লোককে ‘কাফির’ (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পর্দা । সে পয়দা হয়েছে ইসলামী স্বভাব নিয়ে । তার সারা

দেহ ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পর্দা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলার চেষ্টা করেছে।

এ জাতীয় ব্যক্তিদের অনেকেই ডারউইনবাদে বিশ্বাসী এবং এদের ধারণা তাদের পূর্ব পুরুষ আগে বানর ছিল এবং বানরের বংশ পরম্পরায় তারা মানুষে পরিণত হয়েছে। এদের আকল (বুদ্ধি) যে কি পরিমাণ লোপ পেয়েছে তা স্বাভাবিক চিন্তার সকল মানুষই তাদের যুক্তিকে হাস্যকর বলে প্রমাণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রকার কাফিরঃ

এরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে এরা নানাবিধ সংশয়ে লিপ্ত এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আনীত শরীয়ত যা আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকামের সমষ্টি, তা তারা মানতে নারাজ। এরাও হাক্ক (প্রকৃত কাফির) কাফির যদিও এরা আল্লাহর কিছু কিছু ফরয হুকুম পালন করে যেমন- সালাত পড়ে, সাওম রাখে, হজ্জে যায়, কিন্তু জীবনের সকল স্তরে তারা আল্লাহর হুকুম পালনে নারাজ। এদের কাফির হওয়ার উদাহরণ ইবলিসের কাফির হওয়ার অনুরূপ। আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জানতে পারি ইবলিসের নিম্নলিখিত স্বভাবগুলি।

একঃ ইবলিস আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, রব হিসেবে মানত। তার প্রমাণ কুরআনের আয়াত, যেখানে ইবলিস আল্লাহ তাআলাকে বলেছে: সে (ইবলিস) বললঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।" (সুরা হাশর ৫৯:১৬)

অর্থাৎ ইবলিস আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মানত।

দুইঃ ইবলিস জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আখিরাতে বিশ্বাস করত। এর দলীল ইবলিস যখন আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে [আদম (আঃ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল] অভিশপ্ত কাফির ঘোষণা দেওয়া হল, তখন ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত সময় চাইল আল্লাহ তাআলার কাছে, যেন সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তার প্রমাণ ইবলিস আরয করলঃ

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ () قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

"সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।" (সুরা আল-হিজরঃ ৩৬-৩৭)

তিনঃ হাদীসের দলীল থেকে আমরা জানতে পারি, ইবলিস আল্লাহ তাআলার বহু ইবাদত করেছে এবং সে অনেক বড় আলিম! ছিল। কিন্তু তার এ ইলম এবং ইবাদত কোন কাজেই আসেনি যখন সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে অমান্য করে নিজের নফসের ইচ্ছামত কাজ করল।

চারঃ এবার লক্ষ্য করুন আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তাআলার অনেক ইবাদত করার পরেও ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুম (আদম (আঃ) কে সিজদা করা) পালনে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তাআলা নিজে তাকে কাফির ডেকেছেন এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে তার পরিণতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে সকল অপরাধের কারণে ইবলিস কাফির হলঃ

(ক) ইবলিস শয়তান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে বুঝে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে,

(খ) সে নিজেকে বড় এবং উত্তম মনে করেছে,

(গ) সে অহংকার করেছে,

(ঘ) আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজস্ব মনগড়া যুক্তি বা লজিক পেশ করেছে। যুক্তিটি ছিল- ইবলিশ আগুনের তৈরি আর আদম (আঃ) শুকনো টনটনে পচাঁ মাটি দ্বারা সৃষ্ট। আগুন মাটি থেকে শ্রেষ্ঠ এ মানদন্ড ইবলিশ তার নফস থেকে তৈরি করেছিল, অথচ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মানদন্ডে আগুন মাটি থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। আগুনের তৈরি ইবলিশ তাই মাটির তৈরি আদম (আঃ) কে কিভাবে সিজদা করবে। অথচ আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সিজদার হুকুম করার পূর্বে আদম (আঃ) যে জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে ফিরিশতা ও ইবলিশের থেকে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত করেছিলেন। কিন্তু ইবলিশ নিজের নফসের দাসত্ব করেছে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে।

(ঙ) এই অপরাধের জন্যে সে মোটেও অনুতপ্ত হয়নি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেনি। অপর পক্ষে, আদম (আঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে বুঝে-শুনে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি।

১. তিনি বিদ্রোহও করেননি,

২. অহংকারও করেননি,

৩. তিনি অপরাধ করেছেন ধোকায় পড়ে ভুল করে,

৪. তিনি সচেতনভাবে মূলত আল্লাহর একান্তই অনুগত ছিলেন এবং

৫. ভুল বুঝবার সাথে সাথে অনুতপ্ত হন। আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

একজন মুমিন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবাবে।

অতএব বর্তমানে যারা ইবলিশের ন্যায় আল্লাহকে রব হিসেবে মানে এবং আল্লাহর কিছু কিছু ফরয হুকুম পালন বা ইবাদত করে কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত যে কোন একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে তারা নিঃসন্দেহে কাফির। যেমন বর্তমান দিনে বহু সংখ্যক লোক আছে, যারা সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত নামক ইবাদত সমূহ পালন করছে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা তারা মানতে নারাজ এবং আল্লাহর আইনের তুলনায় মানুষের দ্বারা লিখিত আইনকে তারা বেশি ভাল এবং যুগ-উপযোগী বলে মনে করে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা আইনকেই প্রয়োগ করে। মানুষের তৈরি করা সংবিধান দ্বারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়ের (ফৌজদারী মামলা সমূহ) বিচার ফয়সালা করে। তারা নিঃসন্দেহে কাফির।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ – وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। -----যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। -----যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।” (সুরা মায়িদাঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“না, হে মুহাম্মাদ, তোমার রবের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা কিছুই ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং ইহার সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে। (সুরা নিসাঃ ৬৫)

তৃতীয় প্রকার কাফিরঃ

আহলে কিতাব বা ইহুদী এবং খৃস্টানরা (নাসারা) আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং ‘গড’ বলে ডাকে। তারা পূর্ববর্তী নবীদেরকে যথা আদম (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ), কে নবী বলে মানে [ইহুদীরা ঈসা (আঃ) ছাড়া তাঁর পূর্বের সকলকে নবী মানে]। তারা জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আখিরাতের উপরও ঈমান আনে। কিন্তু তাদের প্রধান দুইটি কুফরী কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফির বলেছেন।
তাদের প্রথম কুফর হল, শিরক মিশ্রিত আকিদা। খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র এবং মারইয়াম (আঃ) কে আল্লাহর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করে তিন ইলাহ গ্রহণ করেছে। অপরদিকে ইহুদীরাও আল্লাহর নবী উযাইর (আঃ) এর প্রকৃত শিক্ষা বর্জন করে তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের কথা জেনেও তারা এ সকল শিরকে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ () اللَّهُ الصَّمَدُ () لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ () وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ()

“বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক,আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।” (সুরা ইখলাস)

দ্বিতীয় প্রকার কুফরির ধরন, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত শেষ আসমানী কিতাব ‘আল কুরআন’ কে এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত শরীয়তকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। এ জন্য তারা কাফির। তাদের জন্য যে সকল আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল এবং তাদেরকে যে শরীয়ত দেয়া হয়েছিল তা ইহুদী-খৃষ্টানরা নিজেরাই অমান্য করা শুরু করেছিল এবং কিতাবগুলিকে অনেকাংশে বিকৃত করে ফেলেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কুরআন আর সুন্নাহর মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শরীয়ত এবং কর্মপন্থা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের ও জ্বীনদের জন্য। পূর্বের নবীদের উম্মতের উপর নাযিলকৃত সকল শরীয়ত

ও কর্মপন্থা বাতিল ঘোষণা করেছেন কুরআন সম্পূর্ণ নাযিলের পর। এখন যে কেউ এটাকে অস্বীকার করবে সে হাক্ক (প্রকৃত কাফির) কাফির। তাদের কাফির হওয়ার বিষয়ে যদি কোন মুসলিম নামধারী লোক সন্দেহ করে সেও কাফির। ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (সুরা বাইয়্যেনাহ:০৬)

চতুর্থ প্রকার কাফিরঃ

মুশরিক কাফির-এই ধরনের কাফির যেমন বিধর্মী জাতিগুলোর লোকসকল, তেমনি মুসলিম নামধারী এ ধরনের কাফির আজ চারিদিকে। এরা হল সেই কাফির যারা- আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত (রব হিসেবে তাঁর যে সকল বৈশিষ্ট্য ও কাজ সমূহ) ও উলুহিয়্যাতে (ইলাহ হিসেবে একমাত্র ইবাদত পাওয়ার সর্বময় অধিকারী) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে শিরক করে। এদের অপর নাম মুশরিক। শিরক দুনিয়ার বুকে সবচাইতে জঘন্য অপরাধ। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনে বহু আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শিরকে গুনাহ কোন দিনও ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আলাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।"(সুরা আন্ নিসা: ৪৮)

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।" (সুরা আল-আন্ আম: ৮৮)

সুরা আন্ আমের ৮২-৮৮ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে বলেছেন যে, এরাও যদি শিরক করত তাহলে তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যেত। আখিরাতের আদালতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যত বড় গুনাহ করুক না কেন মহান আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে মাফ করতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ তিনি কখনই মাফ করবেন না। কোন ব্যক্তি যত বড় নেককার ও যত বড় আমলদার হোক না কেন, শিরকের কারণে তার সমস্ত আমল ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীদেরকেও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অব্যাহতি দেননি। কারণ রাসূল (সাঃ)-কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।” (সুরা যুমার:৬৫)

ভেবে দেখুন রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশি আমল তাঁর উম্মাতের মধ্যে থেকে কেউ কি করতে পেরেছে না পারবে? অথচ রাসূল (সাঃ)-কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়ে দিলেন তিনিও যদি শিরক করেন তবে তার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব ভাই শিরক হল এমন এক বিষয় যা দুনিয়া ও আখিরাত বিনষ্ট করে দেয় আর শিরকযুক্ত আমলের কোন মূল্য নেই, কারণ শিরক করার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যায়।

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (সুরা আল-মায়িদা: ৭২)

শিরক করে তাওবার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন না করে কেউ যদি মারা যায়, তবে তাকে কখনও আর জাহান্নাম থেকে উঠানো হবে না এবং পরিনাম তার জাহান্নাম আর জাহান্নাম। কোন দিন মাফ পাবে না।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।” (সুরা বাকারা: ২৫৭)

শিরক কাকে বলে তা জানা আমাদের জন্য ফরয। (কিভাবে শিরক হয় যদি না জানি তবে) শিরক থেকে বাঁচবো কিভাবে?

সাপ্তাহিক দা’ওয়া কার্যক্রম
স্থানঃ হাতিমবাগ জামে মসজিদ, সময়ঃ বাদ জুমুআ।
তারিখঃ ২০/০৩/০৯